BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03050007

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 05| May 2025| e-ISSN: 2584-1890

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমাজের বাস্তব চিত্র অন্বেষণের রূপকার : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইন্দ্রজিত সরদার

Student
Email: indrajit95491192@gmail.com

সারাংশ:

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে শিল্প সত্তার এক নব দিগন্ত উন্মোচনের কান্ডারী। উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্যে বাস্তবচিত্র উদ্ঘাটনের মূল হোতা ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী সময়ে বাংলা কথা সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায় তুলে ধরেছিলেন। সময় সংস্কার, নারী মনস্তত্ত্ব, কিংবা সামাজিক নগ্ন বাস্তবচিত্র কে তিনি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। জমিদার শাসনব্যবস্থা, সামাজিক কৌলিন্যতার বেড়াজালে আবদ্ধ কন্টাগত প্রাণ মানুষের মুখে সোচ্চার ধ্বনি তুলতে পেরেছিলেন তিনি। সমাজের নগ্ন বাস্তবচিত্র উঠে এসেছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে। নারী মনস্তত্ত্ব এক নতুন আঙ্গিকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। নারীর প্রণয় কথার পাশাপাশি হৃদয় বাৎসল্যরস প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনকে ভাবাবেগের আতিশয্যে দেখার চেষ্টা করেছেন শরৎচন্দ্র। ক্ষুদ্র মানবতার সামাজিক পচন ও অবক্ষয়ের নানান দিগন্ত ফুটে উঠেছে নিষ্কলুষ ভঙ্গিমায়। শরৎ সাহিত্যে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে মানবমন প্রতিনিয়ত পরিবর্তন এই সত্য উঠে এসেছে। দেশপ্রেম নারীমনস্তত্ত্ব সামগ্রিক বাস্তবচিত্র, সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য প্রাধান্য পেয়েছে তার সাহিত্যে। চরিত্রের মুখের ভাষা হয়েছে জীবন্ত। পাঠক খুঁজে পেয়েছে শরৎ সাহিত্যে প্রাণের নতুন ছন্দ।

মূল শব্দ: *শিল্প সম্ভাবনা, কৌলিন্য, আতিশয্যে, ক্ষুদ্র মানবতা, নারী মনস্তত্ত্ব।*

ভূমিকা:

"সংসারে যারা শুধু দিলে বিনিময়ে পেলো না কিছুই যারা বঞ্চিত, দুর্বল, উৎপীড়িত মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসেব নিলেনা, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন কোনোকিছু ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কোন কিছুতে অধিকার নেই? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে" –শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যে মরমী কথা শিল্পী। সমাজ সংসারের অতলান্ত গহ্বরে প্রবেশ করে তিনি বাঙালি হৃদয়ের মর্ম বেদনা প্রকাশের বিশ্বস্ত রূপকার। তার লেখনীতে মানুষের বাণীহারা বেদনা পেয়েছিল প্রকাশের সঠিক ভাষা। তাঁর হাতেই বাংলার নিরন্নদ্ধ অশ্রুন্নর উৎসমুখ গিয়েছিল খুলে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের প্রতিভা যখন অস্তমিত, রবীন্দ্র চেতনা যখন মধ্য গগনে ভাস্বর তখনই শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতি নিয়ে শরৎচন্দ্রের নিঃশব্দ আবির্ভাব। কথা সাহিত্যের দরবারে তিনি চির বঞ্চিত, পতিত ও অবহেলিতদের ব্যথিত জীবন কাহিনীর মর্মস্পর্শী ভাষায় রচনা করলেন তাদের বেদনাময় জীবনের অশ্রুনির্বেদ। শরৎচন্দ্র তার সমকালে সামাজিক সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করেছিলেন খুব কাছ থেকেই। জীবনের সমস্যাগুলিকে তিনি সতত বেশি করে অনুধাবন করেছেন চাক্ষুস। তিনি দেখিয়েছেন সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে দায়ী সমাজ। তবে এ কথা ঠিকই তিনি সমাজকে দায়ী করলেও অন্যায়ের বিরন্নদ্ধে প্রতিবাদের ধনী তুললেও তার সমাধানের পথ বাতলে যাননি। কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এ কারণেই যে তিনি সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ। ও অশ্রুন্ন বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমনই স্নিগ্ধ মধুর ও বেদনা বিধুর কাহিনী গ্রহণ করেছেন যা অন্য কোন শিল্পী তৎসময়ে পারেননি। ফলত পাঠকের সহিত চরিত্রের এতখানি একাত্মতা, সামাজিক পরিস্থিতিতে যখন নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ, অবক্ষয়িত সমাজের পচনশীল ও অবক্ষয়ের অশ্রুসিক্ত করুণ কাহিনীকে স্থান দিলেন তার সাহিত্যে। ব্রাহ্মণ জমিদার ও শ্রেণী যখনই মানুষের অবস্থানকে করেছে দুর্বিসহ তখনই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফিরছিল শরৎ সাহিত্য তারই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার জীবন্ত দলিল। শরৎচন্দ্র বাংলার সেই নিপীড়িত ব্যথা দির্ন মানুষের উপর লেখনীর তুলিকা সম্পাতে বুলিয়েছিলেন স্নিগ্ধ শীতল করস্পর্শ। ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায় বঞ্চিত হতভাগ্যদের করুণ কাহিনীর অন্তরালে আরজি পেশ করলেন মানবতার বিচার শালায়।

আলোচনা:

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৬ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মাতা ভুবন মোহিনী দেবী। দুঃখ ও দারিদ্র্যের দুঃখভার কপালে নিয়ে তার শিক্ষা জীবন। প্যারি পন্ডিতের পাঠশালা কিংবা সিদ্ধেশ্বর মাষ্টারের বাংলা স্কুলে স্বল্পকাল পড়াশোনা করে ভাগলপুরে মাতুলালয় শিক্ষা অর্জনের জন্য আগমন ও কলেজিয়েট স্কুলে পাঠগ্রহণ ছিল তার প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ। ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যের জগতে আগমন পিতার সাহচর্যে। কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত "মন্দির" গল্পটি তার প্রথম রচনা। দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশের পর কলকাতায় ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত "বড়দিদি" উপন্যাসটি সকল পাঠকের হৃদয় হরণ করেছিল। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানতেন পরিবর্তনশীলতাই বিশ্ব প্রকৃতির বিষয় আর গতিময় তাই এর প্রকৃতি। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে প্রতিনিয়ত মানবজীবন, মানব মন সবই পরিবর্তনশীল হয়ে চলেছে। পরিবর্তনের জোয়ারে মানুষের আশা-আকাক্ষা, রুচি, রসবোধ, প্রেম ভালোবাসা, সবই পালিয়ে যাচ্ছে ইহাই মূলত ক্রোমোন্নতির পথ। উন্নত থেকে উন্নততর রূপ অর্জনের ঐতিহাসিক যাত্রা পথ। তাই সাহিত্য হল রসরূপ জীবনেরই সুন্দরতম এবং যথার্থ প্রকাশ। সেই সাহিত্য ও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন,- "সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে তার ভেতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় যুক্তি এনে দেওয়াই তো সাহিত্যের কাজ"। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গুলি হল-বড়দিদি (১৯১৩), পরিণীতা (১৯১৪), পন্ডিত মশাই (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), অরক্ষণিয়া (১৯১৬), শ্রীকান্ত (প্রথম-১৯১৭), শ্রীকান্ত (দ্বিতীয়-১৯১৮), দেবদাস (১৯১৭), নিষ্কৃতি (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), বামুনের মেয়ে (১৯২০), গৃহদাহ (১৯২০), দেনা পাওনা

(১৯২৯), শুভদা, শেষের পরিচয় (১৯৩৯), শেষ উপন্যাস বিপ্রদাস (১৯৩৫), সুতরাং ১৯১৩ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তার উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ। বড়দিদি উপন্যাসে জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী নির্ভর হলেও সমাজ নিষিদ্ধ বিধবার প্রেম সমস্যা হেতু মাধবীর স্নেহ ভালবাসাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। সুরণের বড় দিদি উপর ছেলেমানুষই নির্ভরশীলতা ও মাধবীর স্নেহ যত্ন কিভাবে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে তাহাই বর্ণিত বড়দিদি উপন্যাসে। চিরন্তন দাম্পত্য নীতির জয় ঘোষিত হয়েছে বিরাজ বৌ উপন্যাসে। গ্রামীণ জীবনে পরিবার জীবনের বাস্তব সমস্যা এখানে রূপায়িত হয়েছে মূল কাহিনীতে। দাম্পত্য জীবনের করুন মধুর কাহিনী শেষ পর্যন্ত ট্রাজিক মহিমায় চিরভাস্বর। কাহিনী বোয়ন ও লোকচরিত্র জ্ঞানের পরিচয় এই উপন্যাসে সমান্তরলতা পেয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পল্লী জীবনের সামাজিক চিত্র "পল্লীসমাজ" উপন্যাসে। ভাবি সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্বাভাস এবং অপরদিকে রমা ও রমেশের হৃদয়ের দন্দ নতুনভাবে অঙ্কিত হয়েছে। সনাতন আর্দশের প্রতিফলন দেখা যায় "চন্দ্রনাথ" উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গুলির মধ্যে শ্রীকান্ত অন্যতম। উপন্যাসিক তার স্বকীয়তার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞান, নিপুন পর্যবেক্ষণ শক্তি, গৌণ চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিখুঁত বাস্তববোধ ও সাবলীল রচনা শৈলী উপন্যাসটিকে বিশেষ মহিমা প্রদান করেছে। "চরিত্রহীন" বাংলা উপন্যাসে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র অংকন করেছেন এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক। নর ও নারীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা অঙ্কন করেছেন "গৃহদাহ" উপন্যাসে। স্বামী ও স্বামীর বন্ধুর সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী প্রণয় সমস্যা, প্রাধান্য পেয়েছে গৃহদাহ উপন্যাসে। বামুনের মেয়ে উপন্যাস কৌলিন্য প্রথার উপর নির্ভর করে প্রস্ফুটিত হয়েছে। অত্যাচারী জমিদারের শাসন ও শোষণের রূপ প্রকাশ পেয়েছে দেনা পাওনা উপন্যাসে। আনন্দমঠের মত পথের দাবী উপন্যাস পরাধীনতার মানুষ সংকট ও বিপস্নববাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। পারিবারিক আচার-নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেমের বিরোধী কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে "বিপ্রদাস" উপন্যাসে। 'শুভদা' গ্রামীণ সমাজের অবক্ষয়িত রূপ এবং চরিত্র স্খলনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে "শেষ পরিচয়" উপন্যাসে, যদিও উপন্যাসে নারী সহজ-সরল রূপের পরিচয় বিদ্ধৃত হয়েছে।

শরৎ সাহিত্যে আমরা বহু কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত আত্মার ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাই, পাশাপাশি ক্ষুদ্র মানবতার সামাজিক পচন ও অবড়ায়ের মধ্যে থাকা নিষ্কলঙ্ক। শরৎচন্দ্র সেই নিষ্কলঙ্ক মানব আত্মার জয়গান করেছেন। মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশী বৈরাগী ছোটগল্প গুলি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্ব সাহিত্যে অনন্য। মহেশ গল্পের গফুর ও আমিনা এবং অভাগীর স্বর্গ গল্পে কাঙ্গালী ও তার মা নির্যাতিত চরিত্রের প্রতিনিধি হয়েছে। মানবতার বিচারশালায় বারংবার সোচ্চার ধ্বনি প্রকাশ করেছে,- "এই দুই ঘন্টার অভিজ্ঞতায় সংসারে আসিয়া একেবারে বুড়া হইয়া গেল"। কিংবা বাবলা তলায় দাঁড়িয়ে গোখরের উক্তি- "আল্লার কুসুর তুমি এদের মাফ করো না"। ছোট গল্পগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্ব সাহিত্যে অনন্য। এখানে শরৎচন্দ্র নিপীড়িত বাংলার নিরুদ্ধ বেদনার অশ্রুমুখ দিয়েছেন মুক্ত করে। সাহিত্য জনমানসের অশ্রু বেদনার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, সাধারণ মানুষের মর্মমূলে প্রবেশ করে তাদের ব্যথা বেদনার চিত্রলিপি অঙ্কিত করেছেন তিনি। বিশ্বমানব বা রসস্থাপনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন দক্ষ অপরদিকে শরৎচন্দ্র জীবন রসিক সাহিত্যিক। মনুষ্যত্ব জিজ্ঞাসু এবং অপরদিকে পরাধীন ভারতের বাঙালি কোথাকার ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র তার সাহিত্যে কোন সামাজিক নীতিবোধকে স্বীকৃতি দেননি বরং এর বিরম্নদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নারীর সতীত্ব ও নারীত্ব এ দুটোকে আলাদা করে তিনি দেখতে চেয়েছেন। তিনি সর্বদাই ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী। অন্যদিকে বলা যায় তিনি নাস্তিক্যবাদী ভাবধারারয় ও দীক্ষিত নন। সত্যম শিবম সুন্দরম এর পূজারী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রবীক্ষায় নারী ছিল সমাজের উঁচুস্তরে। সে তুলনায় শরৎচন্দ্র সমাজের সাধারণ স্তরের ক্ষুদ্র স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসার পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। নারীর প্রণয় কথাকে যেমন তিনি রূপদান করেছেন তেমনি তার পাশাপাশি

হৃদয় বাৎসল্যের নানা খুঁটিনাটি চিত্র এঁকেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় কুসুম, বিন্দু প্রভৃতি নারীর কথা। আমরা ষোড়শী রমার মধ্যে দুই সত্তাকেই দেখতে পাই। ব্যর্থতাকে দিয়েই নারীর প্রণয় কাহিনী কে তুলে ধরেছেন তিনি। শরৎসাহিত্যে প্রধান দিক হলো বাস্তব প্রিয়তা, মনুষ্যত্বের উদঘাটন প্রভৃতির রূপ বর্ণনা। নারীর স্বরূপ চিত্রণে কিংবা জীবনের সুক্ষাতিসুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে শিল্প সাফল্য লাভ করেছে। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আবেগ প্রবণ শিল্পী। প্রতিটি প্রদক্ষেপে তিনি কোন সিদ্ধিতে পৌঁছতে চাননি। শরৎচন্দ্র জীবনকে ভাবাবেগের আতিশয্যে দেখার চেষ্টা করেছেন। ফলত চরিত্র মূলে রয়েছে আবেগাতীরেক আর ভাষা ব্যবহারের বাচন ভঙ্গিমা ছিল প্রবল উচ্ছ্বাস ময়তায়। শরৎ উপন্যাসের মধ্যে সমাজ জিজ্ঞাসার প্রাধান্য, সেখানে পরিবার জীবনের চিত্র কাহিনীর কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র রচনা জুড়ে পরিবার রশের বিস্তার। তার গল্পগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে সমকালের সংসারী বাঙালি নরনারীর, শিশু কিশোরীর জীবন ও বাংলার পলস্নীসমাজ। সংস্কারাচ্ছন্ন নীতিবোধ শরৎ সাহিত্যে কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে কোথাও কোথাও ধরা পড়েছে। শরৎচন্দ্র দ্বিধাহীন ভাবে ধিক্কার দিয়েছেন গ্রাম সমাজের নানা কদাচার, সমাজপ্রধানদের অন্যায় স্বার্থপরতা কিংবা জমিদারদের শোষণ শাসনের হীনমন্যতাকে, নরনারীর প্রেমকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কামনা বাসনা চরিতার্থতা যদি নাও মেলে বিবাহিত জীবনে তবুও সেই জীবনকে গভীরভাবে মূল্য দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র রমা বৈধব্যের সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেনি অন্যদিকে মুক্তির পথ ভাবতে পারেনি অন্নদা দিদি। বিবাহিত নারীর অন্তরে অপরের প্রতি তীব্র আকর্ষণকে সার্বিকভাবে চিত্রিত করেছেন।

নারী চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ প্যাটার্নের অনুসরণ করেছেন। বাঙালি নারীর যে স্মৃতি পরিবার জীবনের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত সেই রাজেন্দ্রানী রূপেরই পূজা করেছেন শরৎচন্দ্র। অবহেলিত, লাঞ্ছিতা, সমাজের নিষ্করুন আচারে শুষ্ক প্রাণ নারী চরিত্র,-এই বক্তব্য ধ্বনিত হলে তার সৃষ্ট নারী চরিত্র সম্বন্ধে একথা সত্য যে বাঙালি সংসারের নিয়ত্রনিশক্তি নারীকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্মান জানিয়েছেন। কাহিনী বর্ণনা, ঘটনার ঘনঘটা কিংবা চরিত্র সৃজনে শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্র সৃজন স্বমহিমায় ভাস্কর। অন্যভাবে বলা যায় শরৎচন্দ্রের নারীতে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখি তার সূত্র এই জীবন কেন্দ্র থেকেই সংকলিত। সুতীব্র অভিমান ও সর্বব্যাপী কর্তব্যের মধ্যে নারী আপন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধ হয়নি বাইরের শিক্ষা। প্রেমের আকুলতায় যে সমাজনীতিকে আঘাত করে, আবার শত ধারায় প্লাবিত হয়েছে সন্তান স্নেহ ও ভালোবাসা। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি শরৎ সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করলেও শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্যের চরিত্র যেন অধিক মাত্রায় সেন্টিমেন্টাল। চরিত্ররা কথা বলে একেবারে ঘরের কন্যা কিংবা বধূ হিসাবে। অপূর্ণতার মধ্য দিয়ে চরিত্র হয়েছে জীবন্ত, হৃদয় তাপে ভাপে ভরা সমগ্র মানবজাতি হয়ে উঠেছে জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। রবি কবি বিশ্ব মানব, অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র রসপ্রস্থান অন্যত্র শরৎচন্দ্র জীবন রসিক ও মনুষ্যত্ব জিজ্ঞাসু ও বাঙালি কথাকার। ভারতের সব ধরনের ভাষাতেই শরৎ সাহিত্য অনূদিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। এক্ষেত্রে বলা যায়। তার সাহিত্য কর্ম প্রেমচাঁদ এবং রোমা রোঁলার মত সাহিত্যিক ও কৌতুহলী প্রবণ হয়েছিলেন। সমগ্র বাঙালি জাতি শরৎ সাহিত্যের কাছে ঋণী। পতিত মানব আত্মাকে ভালোবেসেছেন তিনি, ভালোবেসেছেন মানবতাকে, অবহেলিত মানুষ হয়েছে তার সাহিত্যে জীবন্ত প্রাণপ্রবণ সচল গতিমুখর প্রধান হোতা। ১৯৩৮ সালে তার তিরোধান এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,-

“যাহার অমর স্থান প্রেমের শাসনে

ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে

দেশের মৃত্তিকা থেকে নিল যারে হরি

দেশের হৃদয় তাকে রাখিয়াছে ধরি”

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- সেনগুপ্ত, শ্রী সুবোধ, (১৩৫৫), শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭৩
- বন্দোপাধ্যায়, জয়ন্ত, (আশ্বিন-১৪০৬), শরৎ সাহিত্য ব্যক্তি ও সমাজ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা ৭০০০৭৩
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্যামসুন্দর, (১৩৮৮), শরৎ-চেতনা, এ মুখার্জি অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা ১২
- দাশ, শিশির, (১৯৬৩), বাংলা ছোট গল্প (১৮৭৩-১৯২৩), বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০০৬
- দত্ত, বীরেন্দ্র (১৯৫৫), বাংলা ছোট গল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপনী ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

Citation: **সরদার. ই.,** (2025) “শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমাজের বাস্তব চিত্র অন্বেষণের রূপকার : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-05, May-2025.